যায়যায়দিন

তারিখ ...
পৃষ্ঠা - ২ কলাম ... ৫...

শিক্ষকদের দাবি ও বিরোধিতা উপেক্ষিত

সরকারি কলেজে প্রমার্জন প্রক্রিয়ার প্রজ্ঞাপন জারি

আতিক রহমান পূর্ণিয়া

শিক্ষকদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা ও ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ছাড়াই পদোন্নতি পাওয়ার ব্যবস্থা রেখে প্রমার্জন নামে পরিচিত প্রক্রিয়াটির সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না করার দাবিতে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের সব সরকারি কলেজে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করে আসছে। একই দাবিতে শিক্ষকরা চার মাস ধরে নানা ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিও চালিয়ে যাচ্ছেন।

সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, ১৯৯২ সালের ১২ জানুয়ারির আগ পর্যন্ত যেসব শিক্ষক বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্য হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাদের সার্ভিস রুল অনুযায়ী পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সে পাস করা বা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলছেন, সরকারের এ আদেশের ফলে মাত্র ২৩৮ শিক্ষককে সুবিধা দিতে গিয়ে দেশের শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষকের স্বার্থ চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'প্রমার্জন' নামে পরিচিত এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি পরীক্ষায় ফেল করা, বহিষ্কৃত ও অযোগ্য কিছু শিক্ষক অনৈতিক সুবিধা পেয়ে যাবেন বলেও শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা সরকারের শেষ সময়ে এসে নেয়া এ সিদ্ধান্তকে 'অনৈতিক' বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রমার্জনের সিদ্ধান্তের ফলে ২০০০ সালের পর এ সরকারের সময়েই পদোন্নতি পাওয়া কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষক অযোগ্য শিক্ষকদের কাছে সরাসরি তাদের সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। শিক্ষা ক্যাডারে ভবিষ্যৎ পদোন্নতি নিয়ে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে বলেও সংশ্লিষ্টরা

আশঙ্কা করছেন। জানা গেছে, প্রমার্জন প্র
অযোগ্য শিক্ষকদের কেউ কেউ প্রমা
পেয়ে গেলে এক লাফে লেকচারার থে
সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পে
যাবেন। বিভাগীয় জ্যেষ্ঠতাও লঙ্ঘিত হ
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেত
জানিয়েছেন, যে শিক্ষকরা প্রমার্জন সুবি
নিয়ে এখন পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন নি
অনুযায়ী তারা ২০১০ থেকে ২০১২ সা
মধ্যে পদোন্নতি পেতেন। কিন্তু তারা এ
পদোন্নতি পাওয়ায় ২০১২ সাল পর্যন্ত বিসি
শিক্ষা ক্যাডারের যেসব শিক্ষক স্বাভা
পদোন্নতি পাবেন তারাও প্রমার্জন প্রার্থী
জুনিয়র হিসেবে থাকবেন।